

## দ্বিতীয় তফসিল

[ ৪৮ অনুচ্ছেদ ]

### রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন

১। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (এই তফসিল “কমিশনার” বন্নিয়া অভিহিত) রাষ্ট্রপতির পদের যে কোন নির্বাচন-অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করিবেন এবং অনুরূপ নির্বাচনে নির্বাচনী কর্তা হইবেন।

২। এই তফসিল-অনুসারে অনুষ্ঠিত সংসদ-সদস্যদের ঠৈঠকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য কমিশনার একজন ভোটকেন্দ্র-কর্তা নিযুক্ত করিবেন।

৩। কমিশনার সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিল, পরীক্ষা, প্রত্যাহার এবং (প্রয়োজন হইলে) ভোটগ্রহণের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

৪। মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময়ে কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাম্বর কোন ব্যক্তিকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করিয়া নির্বাচনী কর্তার নিকটে একটি মনোনয়নপত্র প্রদান করিতে পারিবেন, যে মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবক হিসাবে তাঁহার স্বাক্ষর থাকিবে এবং সমর্থক হিসাবে অন্য একজন সংসদ-সদস্যের স্বাক্ষর থাকিবে; সেই মত্রে মিনি রাষ্ট্রপতি-পদের জন্য মনোনীত হইতে যাইতে চেন, তাঁহারও উক্ত মনোনয়নে সম্মতিপূচক স্বাক্ষরিত বিবৃতি থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রস্তাবক হিসাবে বা সমর্থক হিসাবে কোন ব্যক্তি কোন এক নির্বাচনে একটির অধিক মনোনয়নপত্র স্বাক্ষর করিবেন না।

৫। কমিশনার তাঁহার দ্বারা নির্ধারিত সময় ও স্থানে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিবেন, এবং পরীক্ষার পর মাত্র একজনের মনোনয়ন ঠৈঠ থাকিলে উক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত বন্নিয়া ঘোষণা করিবেন, তবে একাধিক ব্যক্তির মনোনয়ন ঠৈঠ

থাকিলে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বৈধভাবে মনোনীত ব্যক্তি (এই তফসিলে “প্রার্থী” নামে অভিহিত)-দের নাম ঘোষণা করিবেন।

৬। প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত দিবে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময়ে কোন প্রার্থী জোট-কেন্দ্র-কর্তার নিকটে স্বাক্ষরযুক্ত নোটিশ দাখিল করিয়া নিজের প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, এবং কোন প্রার্থী অনুরূপভাবে স্বীয় প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিলে তাঁহাকে এই নোটিশ খারিজ করিতে দেওয়া হইবে না।

৭। যদি একজন ব্যক্তি সকল প্রার্থী প্রার্থিপদ প্রত্যাহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কমিশনার সেই একজনকে নির্বাচিত বসিয়া ঘোষণা করিবেন।

৮। যদি কোন প্রার্থী প্রার্থিপদ প্রত্যাহার না করিয়া থাকেন কিংবা প্রত্যাহারের পর দুই বা ততোধিক প্রার্থী থাকিয়া যান, তাহা হইলে সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিশনার অনুরূপ প্রার্থীদের এবং তাঁহাদের প্রস্তাবক ও সমর্থকদের নাম ঘোষণা করিবেন, এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী-অনুযায়ী সোপান জোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন।

৯। নির্বাচন-সমাপ্তির পূর্বে যদি বৈধভাবে মনোনীত কোন প্রার্থীর মৃত্যু হয় এবং জোটকেন্দ্র-কর্তা তাঁহার মৃত্যুর রিপোর্ট প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে জোটকেন্দ্র-কর্তা উক্ত প্রার্থীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার পর জোটপ্রহন বাতিল করিবেন ও কমিশনারকে সৈ সম্বন্ধে জানাইবেন এবং উক্ত নির্বাচন সম্বন্ধিত কার্যসমূহ নুতন করিয়া আরম্ভ হইবে।

১০। সংসদ-সদস্যদের বৈঠকে জোটপ্রহন অনুষ্ঠিত হইবে এবং কমিশনারের অনুমোদনক্রমে জোট-কেন্দ্র-কর্তা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের সহায়তায় জোটকেন্দ্র-কর্তা জোটপ্রহন পরিচালনা করিবেন।

১১। সংসদের বৈঠকে জোটদানের জন্য উল্লিখিত

প্রত্যেক সংসদ-সদস্য (এই তফসিলে “ভোটদাতা” নামে অভিহিত)-কে প্রার্থীদের নাম-সংবলিত একটি করিয়া ভোটপত্র প্রদান করা হইতে এবং তিনি যে প্রার্থীকে ভোটদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার নামের পার্শ্বে চেরা-চিহ্ন দিয়া ব্যক্তিগতভাবে ভোটদান করিবেন।

১২। ভোটপত্র বাতিল হইবে, যদি

- (ক) উহাতে সরকারী সংখ্যা ব্যতীত এমন কোন নাম, শব্দ বা চিহ্ন থাকে, মাহা-দ্বারা ভোটদাতাকে সনাক্ত করা যায়; অথবা
- (খ) উহাতে ভোটকেন্দ্র-কর্তার নামের দস্তখত না থাকে; অথবা
- (গ) উহাতে চেরা-চিহ্ন না থাকে; অথবা
- (ঘ) দুই বা ততোধিক প্রার্থীর নামের পার্শ্বে চেরা-চিহ্ন থাকে; অথবা
- (ঙ) কোন প্রার্থীর নামের পার্শ্বে চেরা-চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা থাকে।

১৩। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক ভোটকেন্দ্র-কর্তা প্রার্থীদের বা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি-দের মধ্য হইতে মাহারা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সম্মুখে ভোটের রাজপত্ৰি খুলিবেন ও পানি করিয়া ফেলিবেন, এবং এই সংবিধানের ১১৪ অনুচ্ছেদের অধীন আইনের দ্বারা নির্ধারিত প্রণালীতে বৈধ ভোটপত্রসমূহ প্রত্যেক প্রার্থীর মপক্ষে ভোটের সংখ্যা গণনা করিবেন এবং অনুসঙ্গভাবে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা কমিসনারকে জ্ঞাপন করিবেন।

১৪। যদি মাত্র দুইজন প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে যে প্রার্থী অধিক-সংখ্যক ভোট লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া কমিসনার ঘোষণা করিবেন।

১৫। যদি তিন বা ততোধিক-সংখ্যক প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে একজন প্রার্থী অবশিষ্ট প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সর্বমোট ভোট-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকিলে তিনি

নির্বাচিত হইয়াছেন" বলিয়া কমিশনার ঘোষণা করিবেন।

১৬। যদি তিন বা ততোধিক-সংখ্যক প্রার্থী থাকেন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটি প্রমোজ্য না হয়, তাহা হইলে এই তফসিলে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিধানাবলী-অনুমায়ী স্থানীয় ভোটগ্রহণ করা হইবে এবং এই ভোটগ্রহণের সময়ে পূর্ববর্তী ভোটগ্রহণের ফলে যে প্রার্থী সর্বনিম্ন সংখ্যক ভোট লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইবে।

১৭। অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুমায়ী প্রয়োজনীয় ভোটগ্রহণ এবং তৎপূর্ববর্তী যে কোন ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে ঐ সকল অনুচ্ছেদের বিধানাবলী প্রমোজ্য হইবে।

১৮। যে ক্ষেত্রে কোন ভোটগ্রহণের ফলে দুই বা ততোধিক সংখ্যক প্রার্থী সমান ভোট পাইবেন, সেইরূপ ক্ষেত্রে

(ক) যদি মাত্র দুইজন নির্বাচনপ্রার্থী থাকেন; অথবা

(খ) যদি এই তফসিলের ১৬ অনুচ্ছেদের অধীন কোন ভোটগ্রহণে সম-সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে হইতে একজনকে বাদ দিবার প্রয়োজন হয়,

তাহা হইলে ক্ষেত্রমত নির্বাচনের জন্য বা বাদ দিবার জন্য প্রার্থী বাছাই নটরীর দ্বারা হইবে।

১৯। কোন ভোটগ্রহণের পর ভোটগণনা সমাপ্ত হইলে এবং ভোটগ্রহণের ফলাফল স্থিরীকৃত হইলে কমিশনার তৎক্ষণাত্ উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্মুখে ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং তৎক্ষণাত্ সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা তাহা ঘোষণার ব্যবস্থা করিবেন।

২০। এই তফসিলের উদ্দেশ্যসমূহকে কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে কমিশনার সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।